উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট
Unnayan O Shikkha Proshar Trust

বার্ষিক প্রতিবেদন
জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট

শিক্ষা বান্ধব সহায়তা প্রকল্প (শিবাস)

Shikkha Bandhob Sahayta Prakalpa

৭২ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর - ১০, ঢাকা - ১২১৬, বাংলাদেশ।
ই-মেইল: usptrust01@gmail.com
মোবাইল: ০১৭৩১-৫৮৬৩৬৩

ভূমিকা:

"উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট একটি অরাজনৈতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা।" ২০০৮ সাল থেকে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন-এর বিভিন্ন বস্তি স্থাপনায় তৎকালীন শিবাশি প্রকল্পের মাধ্যমে সিএমএসডি, দিন বদল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন এবং ওয়ার্ল্ড কনসার্ন বাংলাদেশ-এর সাথে অংশিদারিত্বে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করলেও 'শিবাস প্রকল্প' নিয়ে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে অদ্যাবধি কাজ করে আসছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত স্পনসরশিপ কার্যক্রম শিবাস প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, মান সম্মত শিক্ষা, টেক-সই উন্নয়ন, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সভা (সিএমসি), অভিভাবক সভা, শিশু অধিকার ও শ্রম বিষয়ক সেমিনার, শিশু ও নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ নিরসনে কিশোর কিশোরীদের করণীয়, শিশুদের স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধিদের বিভিন্ন সহায়তা প্রভৃতি বিষয়ক সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া পথমানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের দ্বারা তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর সাথে স্থানীয় জনগণের সংগে সুসম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে- যার ধারাবাহিকতায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও দাতা সংস্থার অর্থ বরাদ্দের অঙ্গিকারের ভিত্তিতে শিবাস প্রকল্পের ২য় ফেইজ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে - ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করছে।

শিবাস প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal of the Project):

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Objective of the Project):

১. যে সকল শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে নানাবিধ কারণে ঝরে পড়েছে, তাদের দ্বিতীয়বার শিক্ষা গ্রহণে সুযোগ প্রদান করা।
২. সমাজে পিছিয়ে পড়া শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার মানসম্মত মৌলিক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করে এবং তাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মূলস্রোতধারায় সংযুক্ত করার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
৩. পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শিশুর প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ ও তাদের সামাজিক ও সুনাগরিক গুণাবলীএবং সর্বজনীন দৃষ্টি ভঙ্গি অর্জন এবং শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং শিক্ষা কেন্দ্রে সে অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা।
৪. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় বিদ্যালয়সমূহকে চলমান ও সক্রিয় রাখা।
৫. যে সমস্ত শিশুদের বয়স ৪ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে এবং শহরের বস্তিতে বসবাস করে, তাদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৬. শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সহায়তার মাধ্যমে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া।
৭. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশ প্রেম ও মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভালোবাসতে সহায়তা করা।

প্রকল্পের কর্মসূচিসমূহ :

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
২. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা
৩. স্পনসরশীপ কার্যক্রম

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:

সাধরণ ভাবে শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সাধন এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও আনন্দময় শিখন পরিবেশে শিশুকে অপার সম্ভাবনাময় হিসেবে তৈরি করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করে আসছে।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করে আসছে। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে ১টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ২টি সিফট-এ মেয়ে ৩৪ জন, ছেলে ৩৭ জন মোট ৭১জন শিক্ষার্থী নিয়ে কেন্দ্রে পরিচালনা করা হয় এবং ৬৯ জন শিক্ষার্থী নিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সে-সকল শিক্ষার্থী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে চলমান রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২ জন। ঝরে পড়ার হার ২.৮১%।

প্রাথমিক শিক্ষা (উপানুষ্ঠানিক):

সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বস্তিতে বসবাসরত পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্নয়ন শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার এবং নিজস্ব পাঠদান রীতিনীতি ও কৌশল অবলম্বন করে প্রায় ১৫ বছর ধরে পিছিয়ে পরা শিশুদের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উন্মেষ ঘটিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। চাহিদা মাফিক অনুদান পেলে ভবিষৎ -এ ঢাকা উত্তর সিটির বিভিন্ন বস্তি স্থাপনায় পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠির শিক্ষার প্রসার এবং তাদের জীবন-মান উন্নয়নে কাজ করার পরিকল্পনা ও সক্ষমতা রয়েছে।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা বান্ধব সহায়তা প্রকল্প (শিবাস)-এর মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, পল্লবী থানার অধীনে সেকশন ১১, ১২ যথাক্রমে এভিনিউ ৫ এলাকাস্থ মাদবর নগর বস্তি এবং উত্তর কালশি, নিউ কুর্মিটোলা বিহারী ক্যাম্প এবং টেকের বাড়ি বস্তি সমূহে ০৩ টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৬টি শাখায় প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে মেয়ে: ৯৯ জন, ছেলে: ৭৭ জন মোট ১৭৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ১৬২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৫ম শ্রেণিতে চলমান বা বিদ্যমান রয়েছে। মোট ঝরে পরার সংখ্যা: ১৪ জন। ঝরে পরার হার ৮.৬৪%।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে (উপানুষ্ঠানিক) শিক্ষার্থীদের তথ্য ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ:

এলাকা	ওয়ার্ড	শিক্ষা কেন্দ্রর সংখ্যা ও শিফট সংখ্যা	শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সংখ্যা							উপস্থিতির হার %	মন্তব্য
			প্রাক-প্রাথমিক ০২টি	১ম: ০২টি	২য়: ০টি	৩য়: ০২টি	৪র্থ: ০২টি	৫ম ০টি	মোট কেন্দ্র ৮টি		
পল্লবী থানার সেকশন-১১,১২	২, ৩	কেন্দ্র ০৪টি শিফট ৮টি	মেয়ে: ৩৪ ছেলে: ৩৭	মেয়ে: ৪৩ ছেলে: ২৯	০০	মেয়ে: ২৫ ছেলে: ২৭	মেয়ে: ৩১ ছেলে: ২১	০০	মেয়ে: ১৩৩ ছেলে: ১১৪	৯১%	
			মোট: ৭১	মোট: ৭২		মোট: ৫২	মোট: ৫২		মোট: ২৪৭		

প্রাক-প্রাথমিক বার্ষিক মূল্যায়ন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

মূল্যায়ন ছক	ডিসেম্বর		
(নোট: ক = ৯০%+, খ = ৮০-৮৯%, গ = ৮০% এর কম)	ক	খ	গ
১. নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়	৬৬	৩	০
২. ব্যায়াম, খেলাধূলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকান্ডে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করে	৬৫	৪	০
৩. বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে চলতে পারে	৬৬	৩	০
৪. আত্মসচেতন ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন (যেমন - নিজের দায়িত্ব পালন করে,কথা দিয়ে কথা রাখে, ব্যবহারে মান-অপমান বোধের পরিচয় দেয় ইত্যাদি)	৬১	৮	০
৫. জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিশ্রদ্ধাশীল (যেমন- শ্রদ্ধা ভরে জাতীয় সংগীত গায়, দেশীয় পোশাক	৬২	৭	০
৬. স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথোপকথোনে অংশগ্রহণ করে এবং আদেশ, অনুরোধ ও নির্দেশনা বুঝেতে পারে	৬৩	৬	০
৭. চারু ও কারুর কাজে আগ্রহী (পাতা, কাঠি, কাগজ, মাটি ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানানো)	৬৬	৩	০
৮. সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে (গল্প, অভিনয়, ছড়া, কবিতা, গান ও নাচ) আগ্রহী	৬৩	৬	০
৯. বিদ্যালয় ও শ্রেণি কক্ষের পরিবেশ রক্ষায় যত্নশীল	৬৪	৪	১
১০. সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করে (যেমন-টিভি, ফ্যান, ফ্রিজ,মোবাইল ফোন ইত্যাদির উপকারীতা বোঝে)	৬৪	২	৩
১১. স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন সম্পর্কে জানে ও অভ্যাস করে (যেমন-হাত ধোয়া, দাঁত মাজা,খাবার ঢেকে রাখা, ফলমূল ধুয়ে খাওয়া ইত্যাদি)	৬২	৫	২
১২. নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত জীবনযাপনের ব্যাপারে সচেতন ও তা অনুশীলন করে	৬৩	৬	০
১৩. সংখ্যা গণনা করতে পারে ও লিখতে পারে (জানুয়ারি - জুন মাস ১ থেকে ১০ এবং জুলাই থেকে ২০ পর্যন্ত)	৬৪	৪	১

১৪. পড়তে ও লিখতে পারে (মে - সেপ্টেম্বর বর্ণ এবং অক্টোবর থকে দুই বা তিন বর্ণের ছোট ছোট সহজ পরিচিত শব্দ)	৬১	৭	১
১৫. এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ যার ফলাফল দশের বেশি নয় তা করতে পারে (অক্টোবর মাস থেকে)	৫৬	১২	১

প্রতি তিন মাস পর পর সার্বিক মূল্যায়নঃ এপ্রিল মাস ক খ গ আগস্ট মাস (সঠিক বক্সে টিক দিন) ক খ গ ডিসেম্বর মাস ক খ গ

১ম, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক মূল্যায়ন ফলাফল ২০২২ খ্রিষ্টাব্দঃ

শ্রেণি	মোট শিক্ষার্থী	অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থী	A+: 5.0	A: 4.0	A-: 3.5	B: 3.0	C: 2.0	D: 1.0	F: 0.0	Abs-ent	Total student	মন্তব্য
১ম	৬৮	৬৪	৪৬	১২	৩	২	১	০০	০০	৪	৬৮	৬ জন গ্রামে, ২ জন মাদ্রাসায় ও ১ জন শিক্ষার্থী পারিবারিক সমস্যার কারণে মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।
২য়	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
৩য়	৪৩	৪০	১১	১৪	৩	৩	৫	৪	০০	০৩	৪৩	
৪র্থ	৪৫	৪৩	১৪	১৮	৬	১	৩	১	০০	০২	৪৫	
৫ম	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
মোট	১৫৬	১৪৭	৭১	৪৪	১২	০৬	০৯	০৫	০০	০৯	১৫৬	

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ২০১৭-২০২১

ক্রমিক নং	সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	গ্রেড									পাশের হার (%)
			A+	A	A-	B	C	D	F	Total Pass	Total	
১	২০১৭	৫৫	০-	৬	১৯	১২	১১	১	৬	৪৯	৫৫	৮৯
২	২০১৮	১৮০	২	৫৩	৪০	২৯	২৭	১	২৮	১৫২	১৮০	৮৪
৩	২০১৯	১১০	১৭	৬৪	১১	১১	৬	১	০	১১০	১১০	১০০
৪	২০২০	৬৫	০	০	০	০	০	০	০	৬৫	৬৫	১০০
৫	২০২১	৫৯	২৩	১৭	১০	৫	১	১	০	৫৭	৫৭	১০০
মোট		৪৬৯	৪২	১৪	৮০	৫৭	৪৫	৪	৩৪	৪৩৩	৪৬৭	৯৩

২০১৮ সালে বিহারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী বেশি ছিল যাদের বাংলা ভাষায় দক্ষতা কম থাকার কারণে বেশির ভাগ বাংলা বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে।

[illegible]- মাধ্যমিক শিক্ষা সহায়তা

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশ সরকারের ২০৪১ সালের লক্ষ্য অর্জন ও বাস্তবায়ণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়ে এসে তাদের দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তরিত করা। বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পন্নোত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাই বাংলাদেশের এ সাফল্য ধরে রেখে ও এগিয়ে নিতে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলের ৫ম শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট (ইউএসপিটি) শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি এবং এসএসসি পর্যন্ত স্পন্সরশীপ কর্মসূচীর আওতায় মাধ্যমিক শ্রেণিতে ২০২২ইং সালে ১৩৪ জন মেয়ে ও ৮৮ জন ছেলে সহ ও মোট ২২২ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন পূরণে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় মেয়ে ২০ জন ও ছেলে ৫ জন মোট ২৫ জন আলহাজ্ব আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়ত প্রদান করা হয়েছে।

২০২২ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। উত্তীর্ণ হয়েছে ২১ জন। উত্তীর্ণর হার ৮৪%। অনুত্তীর্ণ ৪ জন শিক্ষার্থী এদের ৩জন ১ বিষয়ে এবং ১ জন ২ বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি) ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি)পরীক্ষার ফলাফল ২০২২

বিশ্বব্যাপী কভিড ১৯-এর মহামারির কারণে মার্চ ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১১, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি নির্দেশনায় বন্ধ ঘোষণা থাকার কারণে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে পিইসি এবং জেএসসি পরীক্ষা হয়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক মূল্যায়ন নিয়েছে।

স্পন্সরশীপ কর্মসূচির আওতায় শ্রেণি ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য - ২০২২: (মাধ্যমিক স্কুল)

শ্রেণি	জানুয়ারি মাসের শুরুতে শিক্ষার্থী সংখ্যা			ডিসেম্বর মাসের শেষে শিক্ষার্থী সংখ্যা			ড্রপ আউট সংখ্যা	মন্তব্য
	বালিকা	বালক	মোট	বালিকা	বালক	মোট		
৬ষ্ঠ	৩৪	২১	৫৫	৩৩	২১	৫৪	১	
৭ম	২৫	১০	৩৫	২৩	৮	৩১	৪	
৮ম	৩৫	২৯	৬৪	৩৪	২৫	৫৯	৫	
৯ম	২৮	১৪	৪২	২৬	১৪	৪০	২	
১০ম	১২	১৪	২৬	১২	১৪	২৬	০	
এসএসসি	২২	৫	২৭	২০	৫	২৫	২	
মোট	১৫৬	৯৩	২৪৯	১৪৮	৮৭	২৩৫	১৪	

ড্রপ আউটের কারণ: এসএসসি পরীক্ষার্থী ১ জন মাদ্রসায় ভর্তি হয়েছে। ১ জন এর বিয়ে হয়েছে।
৪ জন প্রবাসে, ৫ জন কাজে যোগদান, ১ জন পারিবারিক ও অর্থনৈতিক, ১ জন অন্য স্কুলে ভর্তি, ১ জন এলাকা ত্যাগ।

জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল ২০১৭-২০২১

ক্রমিক নং	সন	শিক্ষার্থী সংখ্যা	গ্রেড									পাশের হার (%)
			A+	A	A-	B	C	D	Total Pass	F	Total	
১	২০১৭	১৮	০	৪	১	৪	৬	০	১৫	৩	১৮	৮৩
২	২০১৮	৩০	১	২	১	৫	১৪	১	২৪	৬	৩০	৮০
৩	২০১৯	৩১	০	৪	৪	৫	১১	৩	২৭	৪	৩১	৮৭
৪	২০২০	২৬	০	০	০	০	০	০	২৬	০	২৬	১০০
৫	২০২১	৫৪	০	৮	১২	১৭	১২	৩	৫২	২	৫৪	৯৬
মোট		১৫৯	১	১৮	১৮	৩১	৪৩	৭	১৪৪	১৫	১৫৯	৯১

এসএসসি ও এইচ এসসি পরীক্ষার্থীদের দিক-নির্দেশনা সভা ও উপকরণ বিতরণ ১৫ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে একটি দিক-নির্দেশনা সভা করা হয়েছে। পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি, পরীক্ষার পরে করণীয়, শিক্ষার্থীদের জীবনের লক্ষ্য পূরণে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও করণীয় এবং তা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বাঁধা ও সম্ভাব্য উত্তরণ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে মুক্ত আলোচনা করা হয় এবং তাদের দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ২০১৮-২০২২ খ্রি:

সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	গ্রেড									মন্তব্য
			A+	A	A-	B	C	D	Total Pass	F	%	
২০১৮	২৬	২৬	০	৮	১১	৩	১	০	২৩	৩	৮৮%	
২০১৯	২৫	২৫	০	৭	৭	৫	৩	০	২২	৩	৮৮%	
২০২০	১৩	১৩	০	১	৫	৫	২	০	১৩	০	১০০%	
২০২১	২১	২১	১	২	১	৫	৭	০	১৬	৫	৭৬%	
২০২২	২৫	২৫	১	১২	৪	৪	০	০	২১	৪	৮৪%	
মোট	১১০	১১০	২	৩০	২৮	২২	১৩	০	৯৫	১৫	৮৬%	

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ২০২০-২০২২ খ্রি:

ক্রমিক নং	সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	গ্রেড									পাশের হার (%)
			A+	A	A-	B	C	D	Total Pass	F	Total	
১	২০২০	৯	০	৭	২	০	০	০	৯	০	৯	১০০
২	২০২১	১৬	২	১২	২	০	০	০	১৬	০	১৬	১০০
৩	২০২২	৯	[illegible]	২	৭	০	০	০	৯	০	৯	১০০
মোট ২০২০-২০২২		[illegible]	২	২১	১১	০	০	০	৩৪	০	৩৪	১০০

২০২২ খ্রিঃতে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা শেরে বাংলা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, পুলিশ স্মৃতি কলেজ, মোহাম্মদপুর মহিলা কলেজ, আগারগাঁও মহিলা পলিটেক, সরকারি রূপনগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, পল্লবী মহিলা ডিগ্রি কলেজ, আইএসআইটি পলিটেকনিক শেওড়াপাড়া, রাজধানী মহিলা কলেজ, ইউসেপ বাংলাদেশ, হারুন মোল্লা ডিগ্রি কলেজ, সরকারি বাংলা কলেজ, [illegible] সরকারি কলেজ এ ভর্তি হয়েছে।

২০২২ সালের এইচএসসি পাশকৃত শিক্ষার্থীদের ডিগ্রী/অনার্স ভর্তি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

দিবস উদযাপন:

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন: ২১ শে ফেব্রুয়ারি- শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। মা, মাতৃভাষা, মাতৃভূমি একসূত্রে গাঁথা। "একুশ মানে মাথা নত না করা।" একুশ হচ্ছে সৃষ্টি, চেতনা ও প্রেরণার উৎস। ভাষা শহিদদের প্রতি প্রজন্মের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সর্বপরি দেশপ্রেম সৃষ্টি ও বৃদ্ধির লক্ষে প্রতিবছর উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মরহুম আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের শহিদ মিনার বেদিতে ফুল দিয়ে ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে 'শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন করা হয়। দিবসটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আলোচনা করা হয়।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, আর্ন্তজাতিক নারী দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস ও স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন:

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। এদিনটিতে আমাদের ছেলেমেয়েদেও সাথে বঙ্গবন্ধুর শিশু, শৈশব ও কৈশোর বেলা সম্বন্ধে অলোচনা করা হয়, ছবি আঁকে, ছড়া-কবিতা আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান ও নেচে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় জাতির জনকের জন্ম দিন পালন করে। জাতির পিতার জন্ম দিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ দিনটি উদযাপনে শিশুদের মাঝে একই রকম পুরুস্কার বিতরণ করা হয়।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই ভাষণেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ডাক দিয়ে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণটি বাঙালি জাতিকে মুক্তি যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্দিপ্ত

[illegible] "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" সকল শ্রেণি পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর আপোষহীন সাহসী ডাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। তাই আজ আমরা একটি স্বাধীন পতাকা ও মানচিত্র পেয়েছি। "রক্ত দিয়ে কিনেছি বাংলা কারো দানে পাওয়া নয়।" উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এই দিবসটি আলোচনা, রচনা লিখা এবং ছবি আঁকার মধ্য দিয়ে পালন করে থাকে।

২৫ মার্চ কাল রাত, এ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙ্গালী জাতির ওপর নির্লজ্জ হায়েনার মতো ঝাপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের তাৎপর্য বুঝতে পেরে পাক-বাহিনী ২৫ মার্চ কালরাতে নির্মমভাবে হত্যা যজ্ঞ চালায়, যাতে করে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মান-চিত্রে জায়গা করে নিতে না পারে। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতি নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করে। তবুও মুক্তির সাধ থেকে বাঙালি জাতিকে দমিয়ে রাখতে পারে নাই।

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২৬ মার্চ বিশ্ব-মানচিত্রে জায়গা করে দেয় একটি দেশ, অভ্যূদয় হয় একটি জাতির। বিশ্বের মানচিত্রে লেখা হয় একটি দেশের নাম, বাংলাদেশ। আমাদের স্বাধীকার চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয় এই অগ্নিঝরা মার্চেই। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ২৫ মার্চ কাল রাত- গণহত্যা, ২৬ মার্চ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ, মজলুম জনতা অসাম্যতা, নিমর্ম নির্যাতন, অবিচার-অন্যায় রুখে দিতে ও দেশ হানাদার, দখলদার পাক-বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করতে আপামর জনতার যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষ দল মত ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে দেশ-মাতৃকা শত্রু ও দখলদার মুক্ত করতে একপ্রাণে প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষায় জীবন বিসর্জন দিতে কুন্ঠিত হয় নাই।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট বিশ্বাস করে শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ কারিগর। বাঙালী জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, সকল ধর্মের সাথে সহ-অবস্থান একটি দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্ব অপরিসীম। তাই জাতীয় দিবস সমূহ পালনের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সম্প্রীতি ও দেশ-প্রেমের উন্মেষ ঘটিয়ে একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলের শিশুরা প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কেন্দ্রে তাদের মত করে ছবি এঁকেছে, ছড়া আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান-নাচ ও পাঠ্য বই থেকেও মুক্তি যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি ও পাঠ উপস্থাপন করেছে। আলোচনা ও অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে একই ধরণের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়েছে।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস সমতার প্রত্যয়ে ৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন। এদিনটি বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার, বৈষম্য ও পক্ষপাত বিহীন সমাজ ও কর্মপরিবেশ, নারীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার আবহে দিবসটি পালন করা হয়। এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য- "টেকসই আগামীর জন্য, জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য।" নারীরা বর্তমানে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ সমাজ পরিবারের কর্মক্ষেত্রে, সমতায় ও যোগ্যতায়।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট অভিভাবক, শিক্ষক ও কর্মীদের সাথে দিবসটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা এবং নারীর সমতায় কাজ করে যাচ্ছে যার প্রতিফলন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী শিক্ষায় অগ্রাধিকার, নারীদের কর্ম-সংস্থানে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর বর্তমান নারী কর্মী শিক্ষকসহ ১৩ জন পুরুষ কর্মী ৩ জন।

১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস ইতিহাস মানুষকে ভাবায়, তাড়িত করে। ইতিহাস আজীবন কথা বলে। কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা কালক্রমে রূপ নেয় ইতিহাসের পাতায়। আগস্ট মাস এলেই আমরা বাঙালিরা কাঁদি। এটা আমাদের জন্য শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। তাই এ দিনটি জাতির জন্য কলঙ্কজনক এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ০১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর শৈশব কৈশর তারুণ্যভরা এবং তাঁর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিশুরা এ দিবসটি পালনে ছবি এঁকে এবং দোয়ার আয়োজন করা হয়। দোয়া মোনাজাত শেষে তবারক বিতরণ করা হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস ১৪ ই ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস শ্রদ্ধা ও বিনম্রতায় পালন করা হয়। পাকিস্থানি হানাদার ও তাদের দোসর রাজাকার আল-বদর আল-শামস যখন বুঝতে পারলো তাদের পরাজয় নিশ্চিত এবং সময়ের ব্যাপার। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসর মিলে বাঙালি জাতি ও মেধা শুন্য করার জন্য প্রথম শ্রেণির বুদ্ধিজীবিদের হত্যা করে এবং তাদের সুদূর প্রসারী নীল নকশা বাস্তবায়নের শেষ চেষ্টা করেও তাদের শেষ রক্ষা হলো না। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে এসে পৈশাচিক ও নৃশংসভাবে হত্যা করে মিরপুর, রায়ের বাজার ও রাজারবাগ বধ্যভূমিতে

গণ-কবর দেয়। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল প্রতিবছরের ন্যায় এবারও শিক্ষার্থীদের সাথে শহীদবুদ্ধিজীবি দিবসে ঘটে যাওয়া কাহিনী তুলে ধরে। পরিশেষে শহীদ বুদ্ধিজীবিদের আত্নার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। দিবসটি পালনে

আয়োজনা ও সহযোগিতায় ছিলেন শিক্ষক, স্কুল সুপারভাইজার ও প্রোগ্রাম অফিসার এবং ফাইন্যান্স এইচ আর এডমিন ম্যানেজার ও কমিউনিকেশন এন্ড এডমিন অফিসার।

বিজয় দিবস ২০২২ ৫২ বছর পূর্তি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত করোনা অতি মহামারি সময়ে সরকারি বিধি-নিষেধ থাকায় উন্মুক্ত ভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নাই। তবে ১৬ ই ডিসেম্বর-২০২২ খ্রিষ্টাব্দ বিজয় দিবসে শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা করা হয়। শিক্ষার্থীরা আকাঁ ছবির বিষয় গুলো উপস্থাপন করে। কেউ কেউ পাঠ্য বই থেকে বিজয় দিবস ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে লিখে তা উপস্থাপন করে। উপহার স্বরূপ সকল শিক্ষার্থীকে রং পেনসিল ও সংস্থার লোগোযুক্ত মাস্ক দেয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ-প্রেম গড়ে তোলার জন্য জাতীয় দিবস সমুহ পালন করা হয় এবং একজন সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট মুক্তিযুদ্ধের ৪টি স্তম্ভ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারি সকল দল ও মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মুক্তিযুদ্ধের সকল নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি ও দলের এবং আত্মদানকারী সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং যুদ্ধাহতসহ সকল বীর মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। আগামীতে আরো ভালো ছবি আকঁবে এবং একদিন উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর স্বপ্ন পূরণ করবে সেই প্রত্যাশা রেখে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর চেয়ারপারসন মহোদয়ের মৃত্যু বার্ষিকী উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর প্রথম চেয়ারম্যান/চেয়ারপারসন জনাব: আ.ন.স হাবীবুর রহমান সাহেব ৪ জুলাই ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে আকাল মৃত্যুবরণ করেন। মরহুমের মৃত্যু বার্ষিকীতে অফিসের সকল কর্মী এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ০১ মিনিট নিরবতা পালন এবং দোয়ার আয়োজন করা হয়। মরহুম আ.ন.স. হাবীবুর রহমান শুরু থেকে সংস্থার প্রতি তাঁর অবদান অসীম। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ, দেশ ও সমাজের প্রতি তাঁর অবদান অপরিমেয়। তাঁর স্মৃতিচারণ ও সাদামাটা জীবন-যাপন নিয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি আমাদের মাঝে অনুপ্রেরণা হয়ে বেঁচে থাকবেন। মরহুম আ.ন.স. হাবীবুর রহমান সাহেবের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে তোবারক বিতরণ করা হয়।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর দ্বিতীয় সাবেক চেয়ারপারসন মি: প্রদীপ দাওয়ার ২য় (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯) মৃত্যু বার্ষিকীতে অফিসের সকল কর্মী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ০১ মিনিট নিরবতা পালন করেন। স্বর্গীয় মি: প্রদীপ দাওয়ার সংস্থা ও প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রতি তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মীগণ স্বর্গীয় মি: প্রদীপ দাওয়ার সংস্থার প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন ও সহযোগিতার বিষয়গুলো বিনম্র চিত্তে স্মরণ করেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। স্বর্গীয় মি: প্রদীপ দাওয়া আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মি: গডফ্রে রথীন সরকার সাধারণ পরিষদের একজন সাধারণ সদস্য ছিলেন। তিনি সংস্থার শুরু থেকে একজন শুভাকাঙ্খি এবং পরবর্তীতে একজন সক্রিয় সাধারণ সদস্য ছিলেন। মি: গডফ্রে রথীন সরকারের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হয়।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে সকল শিক্ষা কেন্দ্রের অভিভাবকদের নিয়ে অভিভাবক সভায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসটি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট বেগুনটিলা, নিউকুর্মীটোলা বিহারী ক্যাম্প এবং আনিস মিয়া ও মাদবর নগর এলাকায় বয়স্ক সাক্ষরতার কেন্দ্র পরিচালনা করেছে। বর্তমানে বয়স্ক সাক্ষরতার কিছু চাহিদা থাকা সত্বেও কোনো এনজিও বয়স্ক সাক্ষরতা নিয়ে কাজ করছে না। স্থানীয় ভাবে সহায়তা পেলে এক বা একাধীক কেন্দ্র পরিচালনা করা যেতো। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের প্রতিপাদ্য হচ্ছে: 'সাক্ষরতা শিখন ক্ষেত্রের প্রসার'।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিক্ষক দিবস: বিশ্ব শিশু দিবস-এ উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলের শিশু সহ সকল শিশুদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। শিশুদের অধিকার নিশ্চিতে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শিক্ষক-এর জন্য অতিমুল্যবান "কলম" উপহার দেয়া হয়। শিক্ষক দিবসে শিক্ষকগণের অবদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষকবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সহায়তা প্রদান: ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: কমিউনিটির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু-কিশোর-কিশোরী এবং বিভিন্ন বয়সি নারী পুরুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংগঠনের সভাপতি মি: জাহাঙ্গীর মিজি, সম্পাদক মি: খোরশেদ আলম, স্থানীয় জন-প্রতিনিধি ওয়ার্ড কাউন্সিলরের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও বিশেষ কারণে উপস্থিত হতে না পারায় তার পক্ষে সচিব মি: সামিউল ইসলাম শিশির খোরশেদা বেগম এবং শিক্ষক ও কর্মীরা উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করা হয়।

স্থানীয় ক্লিনিকের প্যারামেডিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও চিকিৎসা পরামর্শ দেন। অতিথিবৃন্দ উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর মূল কার্যক্রম শিক্ষার পাশাপাশি ছোট্ট আকারে হলেও এজাতীয় কার্যক্রমকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানান এবং আগামীতে অত্র এলাকায় সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন বলে অঙ্গিকার পুনঃব্যক্ত করেন।

কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতনতা উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার: ১৭ ও ১৯ নভেম্বর এবং ৪ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ কিশোরী ও সামাজিক ইস্যু নিয়ে সচেতনতা উন্নয়ন বিষয়ক দু'টি সেমিনার করা হয়। প্রথম সেমিনারটি ছিল কিশোরীদের নিয়ে। বাল্য বিবাহ, [illegible], যৌতুক, নির্দিষ্ট সময়ের আগে অর্থাৎ আঠারো বছরের আগে বিয়ের ফলে যেসব সমস্যা সংঘটিত হয় যা কিশোরী ও তার পরিবারের [illegible] সমস্যা কখনো কখনো বুঝতে পারেন না। প্রথম ধাপে সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছে ৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণির মেয়ে শিক্ষার্থীরা। এর পরে যৌতুক ও বাল্য বিবাহ নিয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা হয়। অভিভাবকরাও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় সকল অভিভাবক যৌতুক দেওয়া ও নেওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সেমিনারটি পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম উপদেষ্টা আইনুন নাহার বেগম। সহযোগিতায় ছিলেন, নির্বাহী পরিচালক, ফাইন্যান্স কাম এডমিন [illegible], স্কুল সুপারভাইজার ও শিক্ষকগণ।

[illegible] বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ উন্নয়ন কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক, [illegible], স্কুল সুপারভাইজার ও শিক্ষকবৃন্দ। উক্ত কর্মশালাটি পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম উপদেষ্টা আইনুন নাহার বেগম।

কর্মসূচী বাস্তবায়নের কিছু ছবি:

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে লেখা-পড়া করছে (প্রাথমিক) ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়া করছে (প্রাক-প্রাথমিক) ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাধীনতা দিবসে পুরস্কার বিতরণ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষক প্রশিক্ষণে ভাইসচেয়ার পারসন এর বক্তব্য প্রদান ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

কর্মসূচির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন: এফডি-৬, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (জানুয়ারি-ডিসেম্বর,২০২২)	অর্জন (জানুয়ারি-ডিসেম্বর,২০২২)	মন্তব্য
উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	৩ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে যথাক্রমে শিক্ষার্থী সংখ্যা-২৩২ জন	৩ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে যথাক্রমে শিক্ষার্থী সংখ্যা-২৪৮ জন	- সংশোধিত এফডি ৬-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সংখ্যা ১৬টি, সদস্য সংখ্যা: ১১২ জন	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সংখ্যা ১৬ টি, সদস্য সংখ্যা: ১১২ জন	- সংশোধিত এফডি-৬ এর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
অভিভাবক সভা	অভিভাবক সভা সংখ্যা: ৯৬টি অভিভাবকদের উপস্থিতি ২৭৮৪ জন	অভিভাবক সভা সংখ্যা: ৮০ টি অভিভাবকদের উপস্থিতি ২৪০২ জন	কভিড ১৯-এর বিশ্বব্যাপি মহামারি করোনা কারণে সরকারিভাবে স্কুল বন্ধ ঘোষনা

			থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি সভা করা সম্ভব হয়নি।
মাসিক শিক্ষক সভা	শিক্ষক সভা ১০টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ৯৬ জন	শিক্ষক সভা ১২ টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ৯৬ জন	ত্রৈমাসিক শিক্ষক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ২ টি শিক্ষক রিফ্রেসার্স বেশি করা হয়েছে। -০৪টি কেন্দ্রের সকল শিক্ষক সভায় এ উপস্থিত থেকেছেন।
ত্রৈমাসিক শিক্ষক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	ত্রৈমাসিক শিক্ষক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ ২টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ১৬ জন	ত্রৈমাসিক শিক্ষক রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ ০টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ০ জন	বাজেট স্বল্পতার কারণে করা হয়নি।
শিক্ষা উপকরণের সহায়তা কার্যক্রম	৩ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে এবং ২৩২ জন শিক্ষার্থীকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা।	৩ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ২৪৮ জন শিক্ষার্থীকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা।	চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
শিক্ষা কেন্দ্র উন্নয়ন / সংস্কার	৪টি শিক্ষা কেন্দ্র	৪টি শিক্ষা কেন্দ্র	প্রয়োজন মাফিক উন্নয়ন/ সংস্কার করা হয়েছে।
স্পনসরশিপ শিক্ষার্থী	ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্পন্সরশীপ শিক্ষার্থী ২৭২ জন।	ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্পন্সরশীপ শিক্ষার্থী ২৩৫ জন।	- সংশোধিত এফডি-৬-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
স্টাইপেন্ড শিক্ষার্থী	একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রী/অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থী ৪৯ জন। দাতা-সংস্থার অনুদান ঘাটতির কারণে করা সম্ভব হবেনা।	একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রী/অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থী ৩৯ জন।	- শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ ও লেখাপড়ার খবরাখবর রাখা হয়েছে।
ডিসি অফিসের সভা:	ডিসি অফিসের সভা পরিকল্পিত ১২ টি।	ডিসি অফিসের ১০ টি সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।	জুন এবং জুলাই মাসে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়নি।
স্থানীয় এনজিও সমন্বয় সভা:	স্থানীয় এনজিও সমন্বয় সভা পরিকল্পিত ৩ টি	ওয়াল্ডভিশন এর মিউসেপ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ৩ টি সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।	

- শিবাস শিক্ষার্থীদের ড্রপ আউট কমানোর জন্য অভিভাবকগণের সাথে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বার বার আলোচনা করা।

শিবাস প্রকল্পের ফলাফল:

- কর্ম-এলাকায় শিক্ষার গুরুত্ব বেড়েছে। লেখাপড়ার প্রতি পিতা-মাতার সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবন যাপন মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিক্ষা কোনো ব্যয় নয়। বর্তমানে দৈনন্দিন জীবন যাপনের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও পিতা মাতা ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহী রয়েছেন।
- শিক্ষার্থীরা মাদকাসক্তি মুক্ত জীবন যাপন করছে এবং এলাকায় মাদকাসক্তি হ্রাস পেয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন হচ্ছে এবং নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটেছে।
- শিক্ষার কারণে এলাকায় কুসংস্কার হ্রাস পেয়েছে।
- উপকারভোগীদের জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন হয়েছে যেমন, স্বল্প আয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত খাবার, সেনিটারী লেট্রিন ব্যবহার, বেশীর ভাগ পরিবার বিশুদ্ধ পানি পান করছেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।
- এসএসসি পরীক্ষায় পাশকৃত শিক্ষার্থীরা কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে পাশকৃত এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮৪% পাশ করেছে। তাদের মধ্যে ১ জন জিপিএ ৫ পেয়েছে। বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার ফলাফলা বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

- জীবনের উন্নততর স্বপ্ন বাস্তবায়নে উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- তাদের মধ্যে অনেকে তুলনামূলক মানসম্মত চাকুরী করছে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং এ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছে।
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি লাভ করছে ও জ্ঞান অর্জন করছে।
- কর্মএলাকায় অপরাধ হ্রাস পাচ্ছে ইত্যাদি হ্রাস পেয়েছে।
- অভিভাবকদের অনেকে করোনার টিকা নিয়েছেন।
- পারিবারিক কলহ হ্রাস পেয়েছে ও বিবাহ বিচ্ছেদ কমে গেছে।
- সংস্থা সামর্থের মধ্যে শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা এবং স্পনসরশিপ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করলেও এর পরিচিতি ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করেছে।

শিবাস প্রকল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ:

- সংস্থার কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনায় অনুদান বা তহবিল অপর্যাপ্ততা।
- দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক বস্তিবাসী বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হচ্ছে, গ্রামে চলে যাচ্ছে। অভাবের কারণে অনেক অভিভাবক তাদের ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে বিভিন্ন কাজে জড়িত করছে। ফলে শিক্ষার্থী ড্রপ-আউট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শহর উন্নয়নের কারণে বস্তি স্থানান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে।
- স্কুলের মাসিক টিউশন ফি প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- মাসিক টিউশন ফি, ফরম ফিলাপ ও পরীক্ষার ফি বাবদ সংস্থার বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল।
- শিশুদের স্কুল ড্রেস করার জন্য বাজেট বরাদ্দ দরকার।
- শিক্ষা কেন্দ্রের অবকাঠামোগত সমস্যা।
- বস্তিবাসী শিশুদের পুষ্ঠিজনিত সমস্যা রয়েছে।
- চাকুরীর অনিশ্চয়তা, বেতন ভাতা তুলনামূলক কম, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রেচুইটি ইত্যাদি না থাকার কারণে দক্ষ কর্মীর অভাব।
- পরিবার থেকে কর্মক্ষম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ বা দীর্ঘদিন অসুস্থ হলে শিক্ষার্থীর পড়াশুনা ক্ষেত্রে বিরুপ প্রভাব পড়ে।
- শিক্ষক ও কর্মীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না থাকা।
- অতিমারি ও দূর্যোগ মোকাবিলায় কোনো বরাদ্দ না থাকায় কমিউনিটিতে সহায়তা করতে না পারা ।
- শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীদের স্বাস্থ্যগত চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য তহবিল বরাদ্দ না থাকা।

শিক্ষক: শিক্ষক ৮ জন (নারী)
অফিস স্টাফ/কর্মী: ১. নির্বাহী পরিচালক
২. ফিন্যান্স এইচআর এডমিন এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজার
৩. ফিন্যান্স কাম এডমিন অফিসার
৪. প্রোগ্রাম অফিসার
৫. স্কুল সুপারভাইজার
৬. অফিস সাপোর্ট স্টাফ

ধন্যবাদ।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী:

আছমা আক্তার
প্রোগ্রাম অফিসার
উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট

যাকোব বাড়ৈ
নির্বাহী পরিচালক
উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট

প্রতিবেদন সম্পাদনায়
শুভ্র দাংগ
ফিন্যান্স, এইচআর এডমিন এন্ড ইনফোরমেশন ম্যানেজার
উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট